উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

৩ বৈশাখ ১৪২৫ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 April 2018 Tuesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

ভোটের দিন অনিশ্চিত

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার বহাল রইল। ওইদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে মামলাটির শুনানি হবে। সোমবার বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার ও বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি চলার সময় মামলাটি সিঙ্গল বেঞ্চে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। মামলাকারীকে বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার বলেন, 'আপনারা সিঙ্গল বেঞ্চে যান। এই মামলা সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারের তালিকায় রয়েছে। আপনারা সেখানে যাচ্ছেন না কেন ?' তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চকে বলেন, 'সিঙ্গল বেঞ্চ পক্ষপাতদুষ্ট রায় দিয়েছে।' সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা মামলাটি মেনটেনেবল কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। আইনজ্ঞরা মনে করছেন, স্থগিতাদেশের মেয়াদ বেড়ে যাওয়ায় ১ মে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁরা ১৫ মের মধ্যে ভোটের প্রক্রিয়া শেষ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া রমজান মাসেও ভোট করতে সমস্যা হয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক দলগুলি ভোটকে ভয় পায়।

এদিন ডিভিশন বেঞ্চে তৃণমূলের আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা চলছে। তার রায় ঘোষণার আগেই কেন ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করা হল? এর জবাবে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে সিঙ্গল বেঞ্চের তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাই সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।' কল্যাণবাবু ডিভিশন বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, সিঙ্গল বেঞ্চে বিজেপি যে মামলা দায়ের করেছিল সেটা কোনোভাবেই মেনটেনেবল নয়। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বদল চেয়ে তৃণমূল মামলা করেছিল। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চ তৃণমূলের আবেদন নিয়ে কোনো কথা না বলে পঞ্চায়েত ভোটের প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। কল্যাণবাবুর প্রশ্ন, সুপ্রিমকোর্ট যেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বলে দিয়েছে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে এবং হাইকোর্টকে বলে দিয়েছে মামলাটি শুনতে, সেখানে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার কি নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিতে পারেন? সুপ্রিমকোর্টের আগেকার রায়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, পঞ্চায়েতের নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে হাইকোর্ট সেই প্রক্রিয়া কোনোভাবেই বন্ধ করতে পারে না। তাহলে কলকাতা হাইকোর্ট কি সুপ্রিমকোর্টের রায় মানল? তখন ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'সিঙ্গল বেঞ্চ তো চূড়ান্ত কোনো রায় দেয়নি। তাহলে মামলার এই পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কমিশনের ডিভিশন বেঞ্চে আসার কি প্রয়োজন রয়েছে? আপনারা বরং সিঙ্গল বেঞ্চে ফিরে যান। কারণ, পঞ্চায়েতের বকেয়া বা পেন্ডিং মামলা নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ পূর্ণ বা অর্ধেক, কোনো পর্যবেক্ষণ দিতে চায় না।'

কিন্তু কল্যাণবাবু তাঁর সওয়ালে অবিচল থাকেন। বারবার প্রশ্ন তোলেন সিঙ্গল বেঞ্চের ভূমিকা নিয়ে। এরপর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। প্রথমেই বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার এবং বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে প্রশ্ন করে, তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্যকে কমিশন কি সমর্থন করে? উত্তরে কমিশন সচিব নীলাঞ্জন শান্ডিল্য বলেন, 'আমরা তা সমর্থন করি না।' তখন বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার বলেন, 'আপনারা তবে কী চান?' তখন নীলাঞ্জনবাবু বলেন, 'আমি কোনো আইন বিশেষজ্ঞ নই।' এই জবাব শুনে বিচারপতি হেসে বলেন, 'আপনিই যদি পঞ্চায়েত আইন না জানেন তবে কে জানবে?' তখন কমিশন সচিব বলেন, 'হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের ১০ এবং ১২ তারিখের অন্তর্বর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার হোক তা চায় কমিশন। কারণ, মনোনয়নের স্ক্রুটিনি, কর্মীদের প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

তখন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চায়, বর্তমান পঞ্চায়েত বোর্ডগুলির মেয়াদ কবে শেষ হচ্ছে? উত্তরে পঞ্চায়েত দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সৌরভ দাস বলেন, চলতি বছরের আগস্ট মাসে। ডিভিশন বেঞ্চ বিকেল ৫টায় তৃণমূল এবং কমিশনের আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেয়, পঞ্চায়েত মামলা শুনবেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার।

এদিন সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আপিল মামলার শুনানির সূচনা করে বার বার আদালতকে বলতে থাকেন, সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করার বিষয়টি গোপন করে বিজেপি আদালতের কাছে তথ্য গোপন করেছে। বারবার ওই একই বক্তব্য শুনে বিচারপতিদের ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়। তাঁরা কল্যাণবাবুকে বারবার বলতে থাকেন, 'ওই কথা ছাড়ুন। আপনি আগে বলুন যে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই কেন আপনারা ডিভিশন বেঞ্চে এসেছেন?' কল্যাণবাবু বলেন, তাঁদের রিট পিটিশনের মূল বক্তব্যই ছিল বিজেপির পক্ষ থেকে সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা মামলাটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। সিঙ্গল বেঞ্চ তাদের সেই বক্তব্যকে আমল না দেওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে। তবে কল্যাণবাবুর সেই বক্তব্যকে ডিভিশন বেঞ্চ আমল দেয়নি।

এদিন দুপুর ২টোয় সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাস জানিয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে। ফলে ডিভিশন বেঞ্চ বিকেলে রায় দেওয়ার পর পুরো পঞ্চায়েত মামলা ফের ফিরে গেল বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে।

বিজেপির দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১২ এপ্রিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। স্থগিতাদেশের মেয়াদ ছিল ১৬ এপ্রিল। নির্বাচন কমিশনকে আদালত বলেছিল, ১৬ এপ্রিল মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সব তথ্য হলফনামা দিয়ে আদালতে জমা করতে হবে। সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ এপ্রিল তিনি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজের আর্জি জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝপথে এভাবে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার নেই আদালতের। কিন্তু আদালত সোমবার পর্যন্ত মামলা স্থগিত করে দেয়। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে সংবিধানের কয়েকটি ধারা এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেন কল্যাণবাবু। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চকে তিনি অন্তত এদিন সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার পর্যন্ত বহাল রইল। ওইদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে মামলাটির শুনানি হবে।

ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেওয়ার পর পুরো পঞ্চায়েত মামলা ফের ফিরে গেল বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে।

সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা মামলাটি মেনটেনেবল কিনা তা খতিয়ে দেখবেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। আইনজ্ঞরা মনে করছেন, স্থগিতাদেশের মেয়াদ বেড়ে যাওয়ায় ১ মে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

অবস্থান ক্ষুব্ধ র‍্যাফের জওয়ানদের।–সংবাদচিত্র

র‍্যাফের বিক্ষোভে তদন্তের নির্দেশ

শিলিগুড়ি,১৬ এপ্রিল ঃ মাঝরাতে উর্ধতন আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণরত র‍্যাফের জওয়ানদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, রাতভর এলাকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে র‍্যাফের কিছু জওয়ান। ভয়ে রাতভর জেগেছে গোটা গ্রাম। রবিবার রাতের বিক্ষোভের রেশ চলেছে সোমবার সকাল পর্যন্ত। রবিবার রাতে অম্বিকানগরে ওই ঘটনায় ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের (আইআরবি) রিজার্ভ ইন্সপেক্টর সৌরভ চক্রবর্তী সহ প্রশিক্ষণরত কয়েকজন জওয়ান আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে এনজেপি থানার একটি গাড়ি। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে আইআরবির সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ন সংলগ্ন গ্রামে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

অম্বিকানগরে আইআরবি-র সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পাসে ৬৩৫ জন র‍্যাফ জওয়ানের প্রশিক্ষণ চলছে। অভিযোগ, প্রতিদিন সন্ধ্যা নামতেই কোনো অনুমতি ছাড়াই প্রশিক্ষণরত র‍্যাফ জওয়ানদের একাংশ ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। রবিবার রাতে ক্যাম্পাসে এসে ওই কর্মীদের খোঁজ করেন আরআই সৌরভ চক্রবর্তী। কিন্তু বেশ কয়েকজন জওয়ান না থাকায় তিনি সকলকে প্রশিক্ষণের মাঠে ডেকে পাঠান। সেই সময় প্রায় ২২ জন জওয়ান অনুপস্থিত ছিল। প্রায় আধঘন্টা বাদে ওই জওয়ানরা ফিরে এলে তাদের শাস্তি হিসেবে মাঠ পরিক্রমা করতে বলা হয়।

আইআরবি-র একটি সূত্র জানিয়েছে, সেই সময় কয়েকজন জওয়ান আপত্তি করে। অভিযোগ, এরপরই আরআই সৌরভ চক্রবর্তী তাদের উপরে চড়াও হন। সার্ভিস রিভলবার হাতে আরআই কয়েকজনকে মেরে নাক ফাটিয়ে দেন। যদিও জওয়ানরাও মিলিত হয়ে আরআইকে পালটা মারধর করে। এরপরই ক্যাম্পাসের ভিতরে শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ। আরআইয়ের বিরুদ্ধে খারাপ ব্যবহার করা মারধর সহ একাধিক অভিযোগ তুলে ক্যাম্পাসের ভেতরেই বিক্ষোভ শুরু করে র‍্যাফের জওয়ানরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় এনজেপি থানার একটি ভ্যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত বারোটার পরেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে জওয়ানদের কয়েকজন। শুরু হয় তাণ্ডব। পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশাল ফোর্স নিয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে হাজির হন। কোনোরকমে বুঝিয়ে ওই জওয়ানদের ভেতরে ঢোকানো হলেও রাত দুটো নাগাদ তারা ফের বাইরে বেরিয়ে আসে। কয়েকশো জওয়ান অম্বিকানগর বাজারের দিকে ছুটতে শুরু করে। তাদের সামাল দিতে ছোটেন পুলিশ কর্তারা। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আরআইকে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা। পুলিশের বিদ্রোহের ঘটনা শুনে লাঠি সোটা নিয়ে ঘরের ভিতরে রাত জাগেন গ্রামবাসীরা। ভোর চারটে নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে যায় জওয়ানরা। ক্যাম্পে ফিরলেও ক্যাম্পের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা।

খোঁজ নিল নবান্ন

উত্তেজিত জওয়ানদের সামাল দিতে রাতেই ঘটনাস্থলে যান সহকারী পুলিশ কমিশনার অচিন্ত্য গুপ্ত, এনজেপি থানার ওসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও পুলিশের বিশাল বাহিনী। সকালে ঘটনাস্থলে যান ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) গৌরব লাল। সকালে ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডিআইজি জয়ন্ত পাল। এরপরেই বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কর্তারা। ঘটনার খবর যায় পুলিশের উপর মহল এবং নবান্নে। নবান্নের নির্দেশেই ঘটনার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ। পুলিশসূত্রে খবর, ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন আইজি(আইনশৃঙ্খলা) অনুজ শর্মা। এই বিষয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডিআইজি জয়ন্ত পাল বলেন,'যা হয়েছে তা ডিপার্টমেন্টের বিষয়। এই বিষয়ে বাইরে কিছু বলব না।' ঘটনার পর এখনও এলাকায় রয়েছে থমথমে পরিবেশ। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা রুখে দিল জনতা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের ছক ভেস্তে দিলেন সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধারের পাশাপাশি এক অপহরণকারীকে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। আটক করা হয় একটি গাড়িও। তবে অন্যান্য অপহরণকারীরা সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে আটক করে অভিযুক্তকে। সোমবার দুপুরে এই ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা শহরের টাউন হল সংলগ্ন এলাকায়।

আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম রতন বল্লভ। তাঁর বাড়ি এই জেলারই বামনগোলা থানার অন্তর্গত আশ্রমপুর গ্রামে। অভিযোগ, তিনি পাকুয়াহাটের বাসিন্দা হরলাল বিশ্বাসের সঙ্গে গোরুর ব্যাবসা করতেন। তবে বছর খানেক আগে তিনি সেই ব্যাবসা ছেড়ে দেন। বর্তমানে তিনি অন্য একটি ব্যাবসার সূত্রে মুম্বইয়ে থাকেন। এদিন মালদা শহরের টাউন হল এলাকা থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিছু দুস্কৃতী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টাউন হলের সামনে অন্যান্য দিনের মতো এদিনও বসেছিল কিছু অস্থায়ী খাবারের দোকান। এদিন দুপুরে সেখানেই একটি দোকানে বসে চপ, ঘুগনি খাচ্ছিলেন রতনবাবু। হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়ায় একটি ছোটো গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে আসে ৬-৭ জন দুস্কৃতী। স্থানীয় দোকানদার মৃত্যুঞ্জয় দাস জানান, ওই দুস্কৃতীরা রতনবাবুকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। তারা রতনবাবুর উদ্দেশ্যে হুমকি দিতে থাকে টাকা না দিলে কেটে ফেলবে। এই সময় রতনবাবুর চিৎকারে আশপাশ থেকে ছুটে আসেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষজন। অবস্থা বেগতিক দেখে একজন ছাড়া বাকি সব দুস্কৃতীরাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধরা পড়ে যায় একজন। এই সময় ওই এলাকায় কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে *এরপর নয়ের পাতায়*

বুলেটের খোল হাতে নিয়ে রায়গঞ্জ থানায় মহিলারা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতী তাণ্ডব রায়গঞ্জ শহরের দক্ষিণ সোহারই এলাকায়। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে সোহারই গ্রামে। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, রবিবার মাঝ রাতে ওই এলাকায় কয়েকজন দুস্কৃতী বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। শাসকদলের দুস্কৃতীরা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার জন্যই এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। এদিন দুপুরে গুলির খোল হাতে নিয়েই রায়গঞ্জ থানায় হাজির হন মহিলারা। এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে রায়গঞ্জ থানায় হাজির হয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুই দুস্কৃতী মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধী প্রার্থীদের বেছে বেছে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। অবাধ এবং শান্তিতে ভোট করা, এলাকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ দুস্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুমকি দিয়েছেন দক্ষিণ সোহারই এলাকার মহিলারা। কংগ্রেস-সিপিএম জোট প্রার্থী কাজলী বিশ্বাসের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র তোলার জন্য চাপ দিচ্ছিল মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাস। তাতেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় আমার ভাই সুশীল বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে *এরপর নয়ের পাতায়*

বুলেটের খোল দেখাচ্ছেন এক মহিলা। রায়গঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

কলকাতায় আদিবাসীদের নিয়ে বৈঠক করবে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, সোমবার সেই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য ভবনে। কিন্তু কিছু কারণবশত সেই বৈঠক হবে আগামী ১৮ এপ্রিল। বিশেষ ওই বৈঠকে উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী নেতৃত্ব থাকলেও জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য থাকবেন না বলে সূত্রের খবর। হঠাৎ করে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে কেন উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী নেতাদের নিয়ে রাজ্য তৃণমূল বৈঠক করবে, সেই বিষয়ে কেউ মুখ না খুলতে রাজি নয়। তবে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, গত বছর উত্তর দিনাজপুরে আদিবাসী মহিলার ওপর নির্যাতনের পর আদিবাসী সংগঠনগুলি একত্রে প্রতিবাদে নামে। আদিবাসী মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রায়গঞ্জ শহরে দিনের বেলায় ভাঙচুর চালায়। সেই ঘটনায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এরপর থেকে আদিবাসী মানুষের মন পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে তৃণমূল নেতৃত্ব। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কুশমণ্ডির ঘটনায় ফের পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলি। নড়েচড়ে বসে শাসকদল। এরপর গত ৯ মার্চ কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত দলীয় সাংগঠনিক সভা থেকে এসসি-এসটি সেল ভেঙে পৃথক আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ওই মাসের শেষ দিকে মালদায় রাজ্য আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি প্রথম সভা করে রাজ্য সভাপতি তথা আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী জেমস কুজুরের নেতৃত্বে। এরপরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাতেও নীচুতলার আদিবাসী সমাজে তৃণমূলের প্রভাব তেমন পড়েনি বলে খবর। কারণ, মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইটাহারের বিডিও অফিসে আদিবাসী সমাজের মানুষ শস্ত্র বিক্ষোভে শামিল হন শাসক বিরোধী দলের হয়ে। সূত্রের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেসকে সেভাবে গুরুত্ব দেননি উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল নেতারা। ফলে অনেক জায়গায় ওই সংগঠনের নেতারা যোগ্য মর্যাদা পাননি বলে ক্ষোভ *এরপর নয়ের পাতায়*

আদর্শ সৌধ আদিনা মসজিদ

ঘোষণা পুরাতত্ত্ব বিভাগের

গৌতম দাস ● গাজোল

১৬ এপ্রিল ঃ গৌড়বঙ্গের অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন আদিনা মসজিদের মুকুটে যোগ হল আরও একটি বিশেষ পালক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ 'আদর্শ সৌধ ২০১৮' হিসাবে ঘোষণা করল আদিনা মসজিদকে। এই ঘোষণার ফলে বাড়তি বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পেতে চলেছে এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি। এদিন আদিনা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় শুরু হয় স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে ১৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পালিত হবে স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান। এই কর্মসূচিতে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মী ছাড়াও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ স্থানীয়রা। এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে এই অভিযান। নেতৃত্ব দেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহায়ক অধীক্ষক রতন দাস, জুনিয়ার সিএ মালদা সাব সার্কেল সুব্রতনারায়ণ পাল, উদ্যান সহায়ক সুনীল দত্ত, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বিকাশ সাহা, নন্দ মণ্ডল প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে সহায়ক অধীক্ষক রতন দাস জানান, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আদিনা মসজিদ *এরপর নয়ের পাতায়*

আদিনা মসজিদে স্বচ্ছতা অভিযান পড়ুয়াদের।–পঙ্কজ ঘোষ

আজকের দাম

পেট্রোল– ৭৬.৫২
ডিজেল– ৬৭.৬৮

সূত্র- ইন্ডিয়ান অয়েল তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম কমবেশি হবে।